কথাসাহিত্যের রূপভেদ-মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, ছোটোগল্প

মনস্তত্ত্ব আধুনিক উপন্যাসের এক অপরিহার্য সত্য বলে অনেকেই পৃথক কোনো শ্রেণিকরণ করেননি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—'ঔপন্যাসিক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন'। কিন্তু বিশ শতকের আগে বাংলা উপন্যাসে ঘটনা পরম্পরার বিবরণই প্রাধান্য পেয়েছিল। আসলে মনস্তত্ত্ব একটি আধুনিক বিদ্যা যা উনিশ শতকের শেষদিকে আবির্ভূত হয় সিগমুন্ড ফ্রয়েড এর মতো মনোবিজ্ঞানীর হাত ধরে। ভার্জিনিয়া উলফ, ডরোথি রিচার্ডসন, মার্সেল প্রুস্ত, জেমস জয়েস প্রমুখের এর লেখা বাঙালি কথাসাহিত্যকদের প্রভাবিত করে। দার্শনিক উইলিয়াম জেমস Principal of Psychology (১৮৯০) তে 'Stream of Consciousness' ('চেতনাপ্রবাহ') শব্দটি প্রয়োগ করেন মানবমনের অবচেতনের রহস্য বোঝাতে। এই চেতনাপ্রবাহরীতির প্রয়োগ হতে থাকে উপন্যাসে। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে বহির্জগৎ নয় অন্তর্জগতের টানাপোড়েন প্রাধান্য পায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতিতে মানবমন গুরুত্ব পেলেও এগুলিকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' সে দিক দিয়ে বিচার করলে প্রথম সার্থক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতিতে মানবমনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য প্রধান্য পেয়েছে। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহানা', বুদ্ধদেব বসুর 'লালমেঘ', সমরেশ বসুর 'বিবর','প্রজাপতি' প্রভৃতিতে মনোবিশ্লেষণে চেতনাপ্রবাহরীতিকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

গল্প কথাটি এসেছে সংস্কৃত জল্প থেকে। জল্প্ ধাতুর অর্থ to speak inarticulately, murmur, to chatter। সারা বিশ্বব্যাপী ছোটোগল্প উনিশ শতকের জাতক। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন —"এ নভেলও নয়—রোমান্সও নয়। এ কবিতার মতো ঐক্যভাবাশ্রয়ী —অথচ কল্পনামুখ্য নয়, জীবন-নির্ভর। আবার জীবনের সামগ্রিকতার প্রতিচ্ছবিও এতে নেই —এতে খণ্ডতার ব্যবহার। সুতরাং এ বস্তু স্পষ্টই 'অভিনব' —এ হলো একটি peculiar product।" ['সাহিত্যকোষ:কথাসাহিত্য'] এড্গার অ্যালান পো এর আকার সম্বন্ধে বলেছিলেন এটি আধ ঘন্টা থেকে দু'ঘন্টার মধ্যে পড়ে ফেলা যাবে। এইচ.জি. ওয়েল্স্ এর মতে আবার দশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট। ব্রান্ডার ম্যাথিউস এর বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে বলেছেন —"A short story deals with a single character, a single event, a single emotion...."['The Philosophy of the Short Story']। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যের "বর্ষাযাপন" কবিতায় যা বলেছিলেন তা আসলে সামগ্রিকভাবে ছোটোগল্পের লক্ষণ নয়, শুধুমাত্র তাঁর প্রথম পর্যায়ের গল্প সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তবে গল্পের উপসংহারের যে অতৃপ্তির কথা বলেছেন তা গ্রহণযোগ্য। একমুখিনতা, বাহুল্যবর্জিত স্বল্প শরীর, একটিমাত্র ক্লাইম্যাক্স, চকিত সূচনা ও চমকপ্রদ পরিসমাপ্তি, মিতকথন, ভাষার সংযম, সংকেতময়তা প্রভৃতি ছোটোগল্পের লক্ষণ।